**সিদ্ধিরগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন -**

**হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সিদ্ধিরগঞ্জ, রবিবার, ০৬ চৈত্র ১৪১৭, ২০ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীগণ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ সিদ্ধিরগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট ও মদনগঞ্জে ১০২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি হরিপুরে ৩৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস। আজকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতার পবিত্র স্মৃতির প্রতি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জেলখানায় নিহত জাতীয় ৪-নেতাকে। স্মরণ করছি মহান মক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাযিত মা-বোনকে। আমি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

এ দু'টি কেন্দ্র থেকে ২০০ মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদিত বিদ্যুৎ চলমান বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

সুধিবৃন্দ,

উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। সেজন্য সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমরা আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আপনারা জানেন ১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। আমাদের মেয়াদকাল শেষ করার সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম।

আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন করে। সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমরা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমিয়ে আমরা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করেছিলাম।

কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুর্নীতি ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে বিদ্যুৎখাতে দুর্যোগ নেমে আসে।

২০০৯ সালে জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৩২০০ মেগাওয়াট। গত ২০শে আগস্ট আমরা উৎপাদন বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৬৯৯ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর এযাবৎ ১ হাজার ৪০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৩১৭ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিবিয়ানা, মেঘনাঘাট ও ভোলায় ৪টি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।

এগুলোর নির্মাণ কাজ শিগগিরই শুরু হবে। আগামী ৫/৬ মাসের মধ্যে আরও প্রায় ৪ হাজার ১৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

ভাড়াভিত্তিক যেসকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যাদেশ আমরা দিয়েছি, সেগুলো উৎপাদনে আসতে শুরু করেছে। বিগত ৮ মাসে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আরও প্রায় ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে আশা করছি।

এবছরের শেষ নাগাদ লোড শেডিং সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলে আমরা আশা করছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতের গ্যাস সঙ্কটকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা পরিকল্পনা তৈরি করছি। এজন্য গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানি ও ভবিষ্যতে রপ্তানির লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ বিনিময় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দু'দেশের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরী কমিটি কাজ করছে।

ইতোমধ্যে ভারতের বহরমপুর থেকে বাংলাদেশের ভেড়ামারা-ঈশ্বরদী পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০১৩ সালের শুরুতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনা যাবে। নেপাল ও ভূটান থেকে জল বিদ্যুৎ আনার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি সঙ্কট বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি রাশিয়ার সঙ্গে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাঠামোগত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সম্প্রতি ভূমিকম্পের ফলে জাপানের ফুকোসিমায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা নিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যাপারে অনেকের মনে শঙ্কা দেখা দিতে পারে।

জাপানের এই কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল প্রায় ৪০ বছর আগে। তখনকার চেয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সামপ্রতিক সময়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। নিরাপত্তার সকল দিক বিবেচনায় রেখেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদিত হলে ২০১৭ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হবে বলে আশা করা যায়। আগামী ২০১৮ সাল নাগাদ রূপপুরে আরও একটি ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

সরকার সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে সুদুরপ্রসারী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের বড় বড় শহরে সকল অফিসে/প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে জিডিপি এর প্রবৃদ্ধির হার ন্যূনতম ৭% এর উপরে রাখতে হবে। আর সেজন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

বিদ্যুৎ সেক্টরের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এবং এর পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর।

২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদার আলোকে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মহাপরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ চূড়ান্ত হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন এখন দেশের মাত্র অর্ধেক জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় কম। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০-১২% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না করায় আজ বিদ্যুতের পুঞ্জিভূত ঘাটতি আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বিদ্যুতের এই ঘাটতির কারণে লোডশেডিং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে লোড ম্যানেজমেন্ট ও কিছু নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোজন করায় লোডশেডিং পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

ইতঃপূর্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দীর্ঘসূত্রিতা ছিল; অনেক সময় লাগত। আমরা এজন্য নতুন আইন করেছি। এ আইনের আওতায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র  নির্ধারিত সময়ের আগে উৎপাদনে আসছে।

মদনগঞ্জ ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্ধারিত সময়ের কয়েকদিন আগেই উৎপাদন শুরু করেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে যে মহাপরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি সরকারের একার পক্ষে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিয়েছি।

ইতোমধ্যে কুইক রেন্টাল খাতে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ আসতে শুরু করেছে। অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যুৎ প্রকল্পেও আশানুরূপ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসছে।

দেশে গ্যাসের স্বল্পতা আছে। কাজেই আমরা বাধ্য হয়ে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। এজন্য বিদ্যুতের দাম কিছুটা বেশি পড়বে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য জনগণকে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

একটু সচেতন হয়ে অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ করলে আপনার বিদ্যুৎ বিল যেমন কম আসবে, তেমনি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ অন্যের জরুরি প্রয়োজন মেটাবে। কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

আমরা সরকারিভাবেও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পদক্ষেপ নিয়েছি। একটি প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সারাদেশে বিনামূল্যে ১ কোটি ৫ লাখ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সুধিবৃন্দ,

সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে। সেজন্য আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি। ইতোমধ্যে আমরা কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

সকলের মতামতের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। বিগত ২ বছরে সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৫ভাগ থেকে ৬৫ ভাগে উন্নীত করেছি। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নতুন বছরের প্রথমদিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ইতোমধ্যে প্রায় ১১ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। সারাদেশে সাড়ে ৪ হাজারেরও বেশি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

গত দু বছরে সরকারি খাতে প্রায় আড়াই লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনটি জেলায় আমরা পরীক্ষামূলকভাবে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু করেছি। তিন দফা সারের দাম হ্রাস করে কৃষকের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছি। সেচের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৮২ লাখ কৃষি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়েছি।

সাত বছরের সৃষ্ট জঞ্জাল ২ বছরে সরানো কঠিন কাজ। তার উপর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যা আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

খরা আর বৃষ্টির কারণে রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ অনেক দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। আমাদের এখানে উৎপাদন ভাল হয়েছে। তারপরও যে কোন পরিস্থিতিতে যাতে খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, সেজন্য আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ গড়ে তুলছি।

সারাদেশে ওএমএস এবং ফেয়ার-প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে নিম্ন-আয়ের মানুষের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে।

জনগণের প্রতি অনুরোধ আপনারা কোন জমি ফেলে রাখবেন না। প্রতিটি ইঞ্চি জমি চাষাবাদের আওতায় আনুন। সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল ফলানোর ব্যবস্থা নিন।

সকলের সহযোগিতায় আমরা সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটাবই, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও শুভেচছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.......